তারিখ 21 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

সংবাদ

অষ্টম পে-স্কেল এবং শিক্ষক কর্মচারী

অধ্যাপক আজিজুর রহমান আযম

দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি হাইস্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা একই শিক্ষাক্রমে পরিচালিত হলেও আর্থিক দিক থেকে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাপক বেতন বৈষম্য বিরাজমান। অথচ দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় ৯৮ শতাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এতে নিয়োজিত রয়েছেন এমপিওভুক্ত প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক কর্মচারী। এই এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা জাতীয় পে-স্কেল কার্যকর হওয়ার দিন থেকেই অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৮০ সাল থেকেই বেসরকারি শিক্ষকরা পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে কিন্তু এবারই প্রথম অষ্টম বেতন স্কেলের গেজেটে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সম্পর্কে একটি শব্দও উল্লেখ ছিল না। ফলে সারা দেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২০ ডিসেম্বর' ১৫ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। তাতে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের শর্ত সাপেক্ষে পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়। এই নিয়েই এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে নতুন করে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সবকয়টি শিক্ষক সংগঠন ২০ ডিসেম্বর '১৫ প্রজ্ঞাপন প্রত্যাখ্যান করে– তা প্রত্যাহারের দাবি করেন। তারা অষ্টম জাতীয় পে-স্কেলে কার্যকরের দিন থেকেই শর্তহীন ভাবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের তাতে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছেন। 'এখানে উল্লেখ্য, বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেত্রী শেখ হাসিনা সব সময় শিক্ষকদের সোনার মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন, তা ছাড়া শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। সারা দুনিয়াতে এমন আর একটি পেশাও নেই যা সম্মানের দিক থেকে শিক্ষকতা পেশার সমান। কিন্তু বর্তমানে সারা দেশের মানুষ কী দেখতে পেল? যে দেশের ৯৮ শতাংশ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শিক্ষাদানকারী অবহেলিত এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের যে গত ১৫ ডিসেম্বরে প্রকাশিত অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলের গেজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি চরম হতাশা জনকই শুধু নয়। শিক্ষকরা বর্তমান সরকারের এই কর্মকাণ্ডে তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ ও বিক্ষুব্ধ। এখানে উল্লেখ্য, সরকার বারবার শিক্ষকদের আশ্বস্ত করেছেন যে প্রজাতন্ত্রের কর্মকতাদের মতো এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের নতুন স্কেলে বেতন প্রদান করা হবে। সারা দেশের শিক্ষক সমাজ যে আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু নতুন নতুন পরিপএ জারি করে সরকারের পক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালায় শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করছে। গত ২০ ডিসেম্বর জারি করা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এমপিওভুক্ত শিক্ষর কর্মচারীদের অপমান করা হয়েছে। দেশের সব কয়টি শিক্ষক সংগঠন ২০ ডিসেম্বরের প্রজ্ঞাপন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তা দ্রুত প্রত্যাহারের দাবি করেন। সরকারের এই অদূরদর্শী, অযৌক্তিক ও হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে এ দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত প্রায় ৫ লাখ শিক্ষক কর্মচারীকে চরমভাবে হতাশ করেছে ও তারা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছে এবং তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে। এতে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। শিক্ষক নেতারা সরকারকে হুঁশিয়ার করে বলেন, বর্তমান সরকার তার আমলাতন্ত্র দ্বারা অবেহেলিত শিক্ষকদের কে নিয়ে যে ধরনের কানামাছি খেলছে তা কোনভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষক নেতারা বলেন আসন্ন এস.এস.সি পরীক্ষার আগে নতুন স্কেলে বেতন প্রদান না করে পরীক্ষা বর্জনের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ নেয়া হবে। এটাই শিক্ষকদের প্রত্যাশ্যা। এর পরও যদি দাবি মানা না হয় তাহলে আগামী মার্চ মাস থেকে স্কুল, কলেজে তালা ঝুলিয়ে অবিরাম ধর্মঘট পালনে শিক্ষক কর্মচারীদের বাধ্য করা হবে। এমনিতেই দেশে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক সমাজের মধ্যে বেতন ও পদোন্নতির মতো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান, যা এক দিক থেকে অনৈতিক ও অযৌক্তিক এবং অন্য দিক থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের হতোদ্যম করে রেখেছে, যা সুষ্ঠ পাঠদানের জন্য একটি বড় বাঁধা। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীরা বাড়ি ভাড়া পান ৫০০ টাকা। অন্য দিকে সরকারি শিক্ষক কর্মচারীরা বাড়ি ভাড়া পান মূল বেতন বা বেসিকের ৫০ শতাংশ। শহর এবং নগর এলাকায় তারও বেশি। প্রজাতন্ত্রের সব সরকারি চাকরিজীবীরা চিকিৎসা ভাতা পান ৭০০ টাকা, পক্ষান্তরে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীরা চিকিৎসা ভাতা পান ৩০০ টাকা। আবার সরকারি স্কুল, কলেজে উৎসব ভাতা মূল বেতনের ১০০ শতাংশ অন্য দিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা মূল বেতনের ২৫ শতাংশ উৎসব ভাতা পেয়ে থাকেন। আবার সরকারি চাকরীজীবীরা উৎসব ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা বাদেও টিফিন ভাতা, ধোলাই ভাতা, ঘর গেরস্থালির 'সহায়তা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা, প্রেষণ ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, অনেকে পাহাড়ি ভাতা পেয়ে থাকেন। সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের অনুরূপ বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের পর্যায়ক্রমে এই ভাতাগুলো দেয়া উচিত।

সরকারি সব চাকরি জীবীর অভিজ্ঞতা ও মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতি হয়ে থাকে এবং তাদের চাকরি বদলিযোগ্য। অন্য দিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কোন বিধান নেই। যেমন বেসরকারি কলেজে এমন অনেক মেধাবী শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন যাদের এস.এস.সি থেকে অনার্স মাস্টার্স পর্যন্ত অনেক বিষয়ে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত এবং তাদের অনেকেই আবার এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রির অধিকারী হয়েও পদোন্নতিতে অনুপাত্ত থাকার কারণে সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন না। তাদের এত উচ্চমানের ডিগ্রি থাকার পরও ট্র্যাজিডিটা হলো তাদের অনেক হতভাগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পুরো চাকরি জীবনে প্রভাষক হিসেবে জীবন কাটিয়ে দিতে হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতির কোন সুব্যবস্থা না থাকায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখন এই সম্মানিত পেশায় আসতে চরম অনীহা প্রকাশ করেন। পৃথিবীর কোন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে এমন তুঘলকী প্রথা আছে বলে আমাদের জানা নেই। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের কথা হয়তো নাই বললাম। আমাদের সার্কভুক্ত পার্শ্ববর্তী ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল, মালদ্বীপ তাদের শিক্ষাকদের যে বেতনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা দেন তা আমাদের দেশ থেকে কয়েকগুণ বেশি। তাই অনতিবিলম্বে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও মেধার সমন্বয়ে বিভাগীয় ভাবে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ ও চাকরি বদলি যোগ্য করা প্রয়োজন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আরএম দেবনাথ দেশের একটি বিশিষ্ট দৈনিকে তার এক নিবন্ধে লিখেছেন- ভারতের একজন হাইস্কুলের শিক্ষক তাকে জানালেন নির্দিষ্ট ডিগ্রি নিয়ে হাইস্কুলে একজন শিক্ষক সেখানে যোগদান করলেই ২০-২৫ হাজার ভারতীয় রুপি পান, যা চাকরিতে যোগদান করলে বাংলাদেশের একজন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকও পান না। তাই এই স্বাধীন দেশের একজন শিক্ষক যখন তার জন্য নির্ধারিত বেতনের মাধ্যমে পরিবারের ভরণ পোষণ ব্যবস্থা না পেয়ে হতাশায় আত্মহত্যা করেন। কিংবা এই মহান পেশা ছেড়ে দিয়ে জীবন জীবিকার তাগিদে অন্য কোন অসম্মানের পেশায় জড়িয়ে যান। তখন স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কথা। বর্তমান শিক্ষা বান্ধব সরকারের নিকট বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি দেশের সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী করতে তাদের রাষ্ট্রীয় ভাবে অবশ্যই সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্ত নিশ্চিত করতে হবে। তবেই দেশে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হবে এবং যোগ্য সুনাগরিক প্রত্যাশা করা যায়। বর্তমান সরকারকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে একটি দেশ, জাতি ও সমাজ তার ভবিষ্যত প্রজন্মকে যে বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, দক্ষতা ও নৈতিকতা বোধ নিয়ে গড়ে তুলতে চান সেই কাজটা সম্পন্ন করেন সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দরা। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার ও জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যেম আয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে দেশে দক্ষ মানবসম্পদ অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার অধিকার পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হলে জনসাধারণের অন্যান্য অধিকার আদায়ের পথ সুগম হবে।

অথচ স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও আমাদের সংবিধানে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। শিক্ষা মৌলিক অধিকার না হওয়ার কারণে মৌলিক নীতিমালা লঙ্ঘনের দায়ে রাষ্ট্র বা সরকারকে আইনগতভাবে বাধ্য করা যায় না বা তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ অর্থাৎ– হেফাজত করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের, যা সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এবং এই মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ১০২ (১) বিধান মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করতে পারবে।

আইনগত অধিকার না থাকায় বেসরকারি শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য অষ্টম পে-স্কেলে শর্তহীনভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য রাষ্ট্রের করুণার ওপর নির্ভর করতে হয়। অষ্টম পে-স্কেলের গেজেটে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সম্পর্কে একটি শব্দও উল্লেখ না থাকায় এবং পরবর্তীতে ২০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে শিক্ষকদের শর্ত সাপেক্ষে পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্তির কথা উল্লেখ করায় তাদের রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, অভিভাবকসহ সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের নিকট চরম হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এবং এতে শিক্ষক সমাজ খুবই অপমানিত বোধ করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট পুরো শিক্ষক সমাজ কখনোই প্রত্যাশা করেনি যে শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পে-স্কেলের অন্তর্ভুক্তির জন্য আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বর্তমান সরকার সমাজের সকল স্তর ও চিন্তার মানুষের মতামত গ্রহণ করে জাতির প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি আকাংখা ও লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ মহান জাতীয় সংসদে পাশ করেছেন। কিন্তু একই সরকার কেন তা দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে পারছেন না তা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। আমলা তন্ত্রের মারপ্যাঁচে দেশের বৃহৎ পেশাজীবী প্রায় ৫ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কে ইচ্ছাকৃতভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য কিছুসংখ্যক আমলা ষড়যন্ত্র করে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের শর্তসাপেক্ষে পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্তির কথা উল্লেখ করে। এতে করে নতুন বেতন স্কেলে বেসরকারি শিক্ষকদের কবে নাগাদ বেতন দেয়া হবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তার প্রমান এমপিওভুক্তি শিক্ষক কর্মচারীরা আগের বেতন ক্রম অনুসারে ডিসেম্বর মাসের বেতন জানুয়ারি মাসে পেয়েছেন। আর সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা দুই মাসের এরিয়ারসহ ডিসেম্বরের বেতন জানুয়ারিতে পেয়েছেন নতুন বেতন স্কেল অনুসারে। এ ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবে এরপর অর্থবিভাগ এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে।

বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারের নিকট বিনীত অনুরোধ দেশের ৯৮ শতাংশ শিক্ষা দানকারী বেসরকারি শিক্ষক সমাজকে কোন শর্তের বেড়াজালে ফেলে পে-স্কেলে বাইরে রাখার কোন অশুভ পদক্ষেপ নিবেন না। অবিলম্বে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের শর্তহীনভাবে জাতীয় পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্তি করে বকেয়াসহ জানুয়ারি মাসের এমপিওর সঙ্গে দিতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মত হবে। শিক্ষকরা নিজের আত্ম সম্মানের প্রশ্নে আপসহীন এ আত্মসম্মানে যখন আঘাত আসে, তখন তা রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকে কি? সারা দেশের প্রায় ৫ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষক তখন তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে আসবে এবং বর্তমান সরকারের এই অযৌক্তিক ও হটকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রবল জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলবে। বর্তমান চলমান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যৌক্তিক কঠোর আন্দোলন থেকেও সরকার শিক্ষা নিতে পারে। কারণ মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেলে তারা কিছুতেই পিছু হটবে না। এই আন্দোলনের সঙ্গে থাকবে লাখ লাখ প্রিয় শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সাংবাদিক, কলামিস্ট ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসহ দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ শিক্ষকদের মৌন সমর্থন দিবেন। তা বর্তমান সরকারের জন্য কখনোই সুখকর হবে না। তার জন্য সরকারকে পুরো বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। সংকট নিরসনের জন্য আমলাতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত সিদ্ধান্ত আদৌ কোন সুষ্ঠু সমাধান বয়ে আনবে বলে মনে হয় না। প্রয়োজন সরকারের সুবিবেচনাপ্রসূত নিজেস্ব সিদ্ধান্ত। শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষদের আন্দোলনের পথে না ঠেলে দিয়ে তা নিরসন করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব।

[লেখক : সভাপতি, বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদ, লক্ষ্মীপুর জেলা শাখা]
azam.rahman69@gmail.com